International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-I, January 2026, Page No. 27-34
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.01W.177

মহিলাদের ক্ষমতায়নে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা

ইমামুল মন্ডল
গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 28.11.2025; Accepted: 05.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Beginning from ancient times, the women have been lagging or weak in the present time. In the society, their reward is considered to be neglected. Ever was left behind for the sake of religion and weakened in the pressure of society. Most people in rural areas are poor. Women in the family are just neglected under men. One of the reasons is that they are weak, they cannot contribute in the family, so they all obey the domination of men. If the image of whole India sees then it is seen that women are far behind in education than men. If women may be educated, then the next generation can be educated. So, they need to be empowered to empower financially, then they can stand high in society. The government is trying to empower women in different ways. Looking at that, the self-help group is a successful attempt to empower women. Through this self-help group, women get a microfinance from the bank by establishing a group with a group of people together and depositing a little money to the bank. With the help of this microfinance, women can create their jobs and financially help in the family. Various types of plans from the government are for their earnings. One family can be empowered when a woman can contribute economically in a family. They can come out, can make good decisions in cooperation with everyone in society. The most good thing is that they are improving that their thoughts are being inhabited, they are not weak and thinking towards empowerment.

Keywords: Women Empowerment, Self-Help Groups (SHGs), Microfinance, Rural Women Development, Gender Inequality

ভূমিকা:

বছরের পর বছর ধরে দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মসুচি থাকার সত্ত্বেও ভারতের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য শতাংশ এখনো দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ ব্যক্তিদের মধ্যে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা হিসেবে রয়ে আছে। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী তারা বেশিরভাগ বঞ্চিত এবং প্রান্তিক। নারীরা গৃহস্থালীর কাজের মধ্যে সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে, তাদেরকে বাইরে বের হতে দেওয়া হয় না। ভারতে গ্রামীণ এলাকায় বেশিরভাগ পরিবারই দরিদ্র আর এই দারিদ্র্যের বোঝাতে মহিলারা সারাক্ষনই চাপা পড়ে যায়, তাদের ক্ষমতায়ন আর হয়ে ওঠে না। বেশিরভাগ পরিবারের লোকজনই তাদের দাবিয়ে রাখে এমনকি মহিলারা তারা এটাও মেনে নেয় এবং সহ্যও করে নেয় কারণ তাদের কিছু করার ক্ষমতা থাকে না, তারা সেই পরিবারের পুরুষের উপরই নির্ভরশীল থাকে। যদিও কোনো কোনো মহিলারা কোনো কর্মসংস্থানে যায় সেটাও কোনো সমাজ ভালো চোখে দেখে না, তাদের চাপে যেতে পারে না। তাই তারা অর্থনৈতিকভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল। মহিলারা যদি কোনো কর্মসংস্থানে যায় সেখানে তার পরিবারে আর্থিক যোগান দিতে পারে এবং নিজেও ক্ষমতায়িত হতে পারে। বর্তমানে সরকার

মহিলাদের এগিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে, তার মধ্যে একটি হলো স্বনির্ভর গোষ্ঠী। অর্থনৈতিক ভাবে সুবিধা বঞ্চিত এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত ব্যক্তিদের মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠী একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই গোষ্ঠী হলো কিছু মহিলাকে একত্রিত করে একটি গোষ্ঠী স্থাপন করে এবং ব্যাংকের সাথে সংযোগ করিয়ে সামান্য কিছু সঞ্চয় জমা করে। বিনিময়ে সদস্যরা সাশ্রয়ী মূল্যের তহবিলের সুযোগ পান, যার ফলে তারা তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে এবং তাদের জীবিকা উন্নত করতে সক্ষম হন। ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলী দেশের দরিদ্র এবং প্রান্তিক নারীদের জন্য অসংখ্য সুযোগ প্রদান করেছে যা তাদের নিজেদের পরিবারের এবং সম্প্রদায়ের জন্য উন্নত জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম করেছে। (Heggani, 2014)

নারী ক্ষমতায়ন:

নারীর ক্ষমতায়ন হলো একটি সামাজিক রাজনৈতিক আইনগত এবং অর্থনৈতিক দিক, যা মর্যাদা ও সমতার ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে যা নারীর অধিকারের কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত। নারীর ক্ষমতায়ন হলো নিজের উপর, সম্পদের উপর এবং বিদ্যমান সামাজিক উপলব্ধি দৃষ্টিভঙ্গির উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জনের একটি প্রক্রিয়া এবং এটি তখনই অর্জন করা করা হবে যখন নারীর পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক রাজনৈতিক পথ প্রসারিত করে নারীর অবস্থানের অগ্রগতি হবে। ক্ষমতায়ন একটি বহু মাত্রিক সামাজিক প্রক্রিয়া। ক্ষমতায়ন সমাজতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে এবং বিভিন্ন স্তরে যেমন ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটে। মহিলাদের ক্ষমতায়িত করা মানে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের উপর ফোকাস রাখে, যা টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। ক্ষমতায়ন মানে নারীদের গুরুত্ব সহকারে নেওয়া দরকার। ক্ষমতায়ন মানে মহিলাদের অবশ্যই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে হবে সর্বস্তরের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করা এবং সর্বস্তরের পুরুষদের সাথে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং ন্যায়সঙ্গত এবং ব্যবহারিক সমাধানগুলি সন্ধানে পুরুষদের সাথে পরিবার এবং সমাজে ইস্যুতে পুরোপুরি অংশ নেওয়া।

সাধারন ভাষায় ক্ষমতায়ন বলতে জনসংখ্যার সুবিধা বঞ্চিত বা দূর্বল পিছিয়ে পড়া অংশের ক্ষমতায় প্রবেশিকারকে বোঝায়। এর মধ্যে দরিদ্র নারী এবং তপশিলি জাতি বা উপজাতী নারীরাও অন্তর্ভুক্ত। উন্নয়নের অর্থে এই শব্দটি লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়। ভারত সরকার 2011 সালকে নারীর ক্ষমতায়নের বছর হিসাবে ঘোষণা করে এবং নারী পুরুষের মধ্যে বৃহত্তর সমতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারতের নারীদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি কার্যকর কৌশল হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, যা জীবনের সকল স্তরের নারীদের তাদের ন্যায্য দাবির জন্য লড়াই করার জন্য একত্রিত করে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি গ্রহণের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বা হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক মাত্রায় নারীর জীবনকে ক্ষমতায়নের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হয়। (Pillai, 1995)

নারীর ক্ষমতায়নের মূল উপাদান গুলো হলো:

1) সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা থাকা; (2) তথ্য ও সম্পদের ব্যবহার থাকা; (3) পছন্দ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিকল্প থাকা; (4) দৃঢ়তা থাকা; (5) ওই ব্যক্তিটি যে আলাদা কিছু করতে পারে সেই অনুভূতি থাকা দরকার; (6) সমালোচনামূলক চিন্তা করতে শেখা, শর্ত থেকে মুক্তি পাওয়া, ও চিন্তাগুলো ভিন্নভাবে দেখা; (7) একা বোধ না করে একটি দলের অংশ বোধ করা; (8) মানুষের যে অধিকার আছে সেটার বিষয়ে জানা; (9) নিজের জীবন ও সম্প্রদায়ের পরিবতর্ন আনা: (10) নিজের যোগ্যতার এবং কাজ করার ক্ষমতা সম্পর্কে অন্যদের ধারণা

পরিবর্তন করা; (11) গৃহবন্দী থেকে বের হয়ে আসা; (12) নিজের ইতিবাচক চিন্তা বৃদ্ধি করা এবং কলঙ্ক মুক্ত হওয়া। (Batliwala, 1995)

স্বনির্ভর গোষ্ঠী:

স্বনির্ভর গোষ্ঠী হলো দরিদ্র মানুষের একটি ছোট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিশেষ করে একই আর্থ-সামাজিক পটভূমি থেকে উঠে এসে তারা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে তাদের সাধারণ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠী তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় কে একটি ব্যাংকে জমা রাখে এবং এর মাধ্যমে তারা সহজেই ক্ষুদ্র ঋণ পরিষেবা নিতে পারে। একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে 15 থেকে 20 জন এর মত মহিলা থাকতে পারে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ইতিহাস:

1974 সালে গুজরাটে সহযোগিতা মূলক নীতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মহিলাদের মালিকানাধীন SEWA প্রতিষ্ঠিত হয়।

1986-87 সালে নবার্ড অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রথম স্বনির্ভর গোষ্ঠী সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর একটি কর্ম গবেষণায় সমর্থন ও অর্থ বিনিয়োগ করে।

1988-89 সালে NABARD একটি সার্ভে পরিচালনা করে 43 টি এনজিও কে দায়িত্ব দেয় 11 টি রাজ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কার্যকারিতা এবং সহযোগিতার সম্ভবণাগুলি অধ্যায়ন করার জন্য।

1991 সালে RBI একটি সার্কুলার জারি করে ব্যাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এবং পরে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলোকে ও সমবায়গুলিকে 500 টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর NABARD পাইলট প্রকল্পের অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ প্রদানের পরামর্শ দেয়।

1994 সালে RBI ওয়ার্কিং গ্রুপ এনজিও এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কার্যকারিতা পরিচালনা করে এবং পরামর্শ দেয়।

1996 সালে RBI নির্দেশিকা সংশোধন করে এবং পরামর্শ দেয় যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক গুলিকে অগ্রাধিকার খাতের অগ্রাধিকারের একটি অতিরিক্ত বিভাগ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং মূল বিষয় ঋণ প্রদানের সাথে একীভূত করা উচিত।

1996 এর পরবর্তী কালে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় নিয়মিত চলতে থাকে। (Patel, 2011)

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাধারণ নীতি:

1) পারস্পরিক সাহায্যের সাথে সাথে আত্ম সহায়তা, দারিদ্র্যের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে একটি শক্তিশালি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।
2) আর্থিক পরিষেবায় অংশগ্রহণ ও প্রতিক্রিয়া এবং দক্ষ হওয়া।
3) দরিদ্ররা সঞ্চয় করতে পারে এবং ব্যাংকের ব্যবহার করে যার ফলে ব্যাংকগুলোর কাজের বিস্তৃতি বাড়ে। মহিলাদের ব্যাংকিং অভ্যাস বজায় থাকে।
4) দরিদ্রদের কেবল ঋণ সহায়তায় নয় সঞ্চয় এবং অন্যান্য পরিষেবাও থাকে।
5) নিয়মিত ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে একটি সাধারণ গঠন করা হয়।
6) সদস্যদের মধ্যে নমনীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করা হয়।
7) ঋণ মূলত গোষ্ঠীকে বিশ্বাস করে বিশ্বাসের ভিত্তিতে দেওয়া হয় কোনো জমি ছাড়াই।
8) ঋণের পরিমাণ কম দেওয়া হয় তবে ঘন ঘন স্বল্প সময়ে ঋণ দেওয়া হয়।(Sabharwal, 2003)

1991 সালে আর্থিক খাতের সংস্কারের পর থেকে অনানুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উন্নত ও শক্তিশালী করার নীতি গ্রহণ করেছে। যখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাংক সংযোগের কথা আসে তখন চারটি মডেলকে তুলে ধরা হয়।

মডেল I– ব্যাংকগুলো স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ দেওয়ার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলিকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রদান করে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কেও প্রদান করা হয়।

মডেল II– ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলো সরাসরি গোষ্ঠীগুলোকে অর্থ প্রদান করে।

মডেল III– ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য সরাসরি ঋণ তো প্রদান করেই এবং সাথে সেখানে সামাজিক সংহতিকরণ এবং সহায়তাকারী হিসাবে এনজিও দের হস্তক্ষেপ থাকে।

মডেল IV– ব্যাংকগুলি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও এনজিও এর সুপারিশের ভিত্তিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পৃথক সদস্যদের সরাসরি ঋণ প্রদান করে। এই ক্ষেত্রে এনজিও কে ঋণের তদারকী এবং পুনরুদ্ধারে ব্যাংকে সহায়তা করতে হবে। (Dutta & Sinha, 2008)

স্বনিভির গোষ্ঠীর উদ্দ্যেশ্য গুলি নিম্নরূপ:

1) নারীর ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়া
2) নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদেকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ করে দেওয়া।
3) অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের মনে সঞ্চয়ের অভ্যাস তৈরি করা।
4) মহিলাদের মধ্যে উদ্যোক্তা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
5) ক্ষুদ্র ঋণের সার্কেলের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।
6) সদস্যদের পরিবারের অর্থনৈতিক মান উন্নত করা।
7) অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য দক্ষতা বিকাশ এবং ঋণ সংযোগ সহজতর করা।
8) সদস্যদের মধ্যে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
9) গোষ্ঠীর সদস্যদের সাধারণ স্বার্থ চিহ্নিত করা এবং তাদের কার্যক্রম সবচেয়ে দক্ষ ও অর্থনৈতিক উপায়ে পরিচালনা করা।
10) নারীর জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে মানবাধিকারের প্রতিশ্রুতি এবং নিশ্চিতকরণ করা।(Deshmukh, 2004)

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি উদ্যোগ:

ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন, বাজার এক্স শেষ এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করে। সরকারের লক্ষ্য হলো মূলত নারীদের স্বাবলম্বী করা এবং তাদের আয়ের পথ সুগম করা। কেন্দ্রীয় সরকারের মূল উদ্যোগ গুলির মধ্যে রয়েছে

দীনদয়াল অন্তদ্যায় যোজনা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (DAY-NRLM): এটি হল ভারত সরকারের সব থেকে বড় স্বনির্ভর গোষ্ঠী ভিত্তিক কর্মসূচি। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে একত্রিত করা এবং তাদের সুস্থায়ী জীবিকার জন্য সহায়তা প্রদান করা। এর কাজ গুলি হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে রেভলিং ফান্ড (RF) এবং কমিউনিটি ইনভেসমেন্ট সর্বোচ্চ ফান্ড (CISF) প্রদান করা, এছাড়া একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঋণের জন্য ৭ শতাংশ এর তৎক্ষণিক পরিষদের জন্য আরো কম সুদে ব্যাংকের ঋণ প্রদান, মহিলাদের সাক্ষরতা, জীবিকা সম্পর্কিত প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

NABARD ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ব্যাংকিং লিংকেজ প্রোগ্রাম (SBLP): 1992 সালের পর স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই NABARD মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে সংযোগ করে এবং জামানত ছাড়াই ঋণ ও সঞ্চয় একাউন্ট সুবিধা পেতে পারে। বর্তমানে 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণের সুবিধা পাওয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (PMMY): এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত তাদের উদ্যোক্তা বৃদ্ধির জন্য অ-কর্পোরেট, অ কৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ কে 10 লক্ষ্য পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে।

লাখপতি দিদি (Lakhpati Didi): এটি ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ। এর মূল লক্ষ্য হলো স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 2 কোটি মহিলাকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করা যাতে তাদের বার্ষিক আয় অন্তত 1 লক্ষ টাকা হয়।

বাজার সংযোগ (E- Commerce): সরকার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পণ্যের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার সহজলভ্য করেছে। যেমন সরকারি মেলা যেখানে গোষ্ঠীগুলি তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারে, এছাড়া GeM (Government e Marketplace) পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে পণ্য বিক্রি করা সম্ভব।

মহিলা কৃষান স্ব-শক্তি পরিযোজনা (MKSP): NRLM এর অধীনে একটি উপ-পরিকল্পনা যা বিশেষভাবে কৃষি কাজে নারীদের ক্ষমতা জোর দিয়ে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করে।

স্টার্ট আপ গ্রাম উদ্যোক্তা কর্মসূচি (SVEP): সাম্প্রতিক ভারত সরকার মহিলাদের ছোট ব্যবসা বা স্টাট আপ শুরু করতে সাহায্য করতে এই বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য বিশেষ কিছু প্রকল্প চালু করেছে, যা তাদের ঋণ পাওয়া থেকে শুরু করে পণ্য বিক্রি পর্যন্ত সাহায্য করে।

পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্প (WBSSP) WBSSP 2012-13 অর্থবছরে চালু করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সুদের বোঝা কমানো, যাতে সুদের ভর্তুকি দিয়ে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে। এই প্রকল্পটি নিশ্চিত করে যে কোন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ব্যাংক ঋণের জন্য দুই শতাংশের বেশি সুদ নিতে না পারে। বিভাগ থেকে সুদের ভর্তুকি 9 শতাংশ থেকে কমিয়ে 2 শতাংশ পর্যন্ত যা গোষ্ঠীর প্রকৃতি এবং গোষ্ঠী যে কর্মসূচির অধীনে পরিচালিত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িত হয়েছে এটি সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অর্থ পরিচালিত একটি প্রোগ্রাম। এই ব্যবস্থাটিকে সুগম করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ব্যাংকগুলো ভর্তুকি দাবি ইলেকট্রনিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার কর্পোরেশন লিমিটেডের কাছে জমা দেবে। যেখান থেকে যাচাই করে যোগ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য দের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট করা হবে।

আনন্দধারা (Anandadhara): এটি পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM) এর মত। এর মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠী স্থাপন তাদের ব্যাংকের সাথে সংযুক্ত করা এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

জাগো প্রকল্প (Jaago Prakalpa): রাজ্যের সকল শ্রেণীবদ্ধ স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা ব্যাংকঋণ গ্রহণকারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বার্ষিক 5 হাজার টাকার একটি পরিমিত বার্ষিক ঘূর্ণায়মান তহবিল সহায়তার মাধ্যমে সাহায্য করা হয়। এখানে কোন শর্ত ছাড়াই তহবিল সহায়তা গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতায়নকে আরো বাড়িয়ে তুলছে।

মুক্তিধারা (Muktidhara): মুক্তিধারা প্রকল্পটি হলো স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য এবং বেকার যুবকদের একত্রিত করার একটি উদ্যোগ। প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় একটি ছোট পরীক্ষা হিসাবে মুক্তিধারা শুরু

হয়েছিল যাতে নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ফার্ম ভিত্তিক এবং অ-ফার্ম প্রকল্প এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আদিবাসী মহিলাদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ বৃদ্ধি করা যায়। পুরুলিয়ায় কিছু উদ্যোগ উন্নয়নের আকর্ষণীয় মডেল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, বিশেষ করে আদিবাসী মহিলাদের ক্ষেত্রে। এই প্রকল্পটি দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যাংক ঋণ ভর্তুকি সংযুক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে স্বতন্ত্র যুবকদের সহায়তার উপায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সমাজসাথী (Samajsathi): এটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে একটি আশ্বাস প্রকল্প। এই প্রকল্পের কাজ হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ও তার পরিবারের সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত স্বাস্থ্যসাথীর সাথে সমঞ্জস্য রেখে সমাজসাথী দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এবং স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার জন্য 2 লক্ষ টাকা, আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার জন্য 1.5 লক্ষ টাকা (সর্বোচ্চ), এবং মজুরি ক্ষতির পরিবর্তে হাসপাতালে ভর্তির জন্য প্রতিদিন 100 টাকা অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান করে।

কর্মতীর্থ (Karmatirtha): পশ্চিমবঙ্গ সরকার দক্ষতা, উন্নয়ন এবং তাদের পণ্য বিপণনের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি প্রশিক্ষণ সহজতর করার জন্য রাজ্য পরিকল্পনার আওতায় বিভাগটি জেলা এবং মহকুমা সদর দপ্তরে প্রশিক্ষণ কাম বিপন্ন কমপ্লেক্স (কর্ম তীর্থ) স্থাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

স্কুল ইউনিফর্ম তৈরি: বর্তমান সরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিফর্ম তৈরির দায়িত্ব রাজ্য সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দিয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার মহিলা নিশ্চিত আয়ের সুযোগ পাচ্ছে

স্বপ্নের ভোর (Swapner Bhor): এটি শহরাঞ্চলের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য চালু করা প্রকল্প যা শহরের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দরিদ্র মহিলাদের দক্ষতা, ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সাহায্য করে।(NABARD)

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন:

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার ফলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়, যার মধ্যে রয়েছে তহবিল ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত অভিধান রাখার সুযোগ। সদস্যরা তাদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার এবং পরিচালনা করার ক্ষমতা পান, যার ফলে তারা ধারাবাহিকভাবে অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম হন। তাদের অর্জিত আয় আলাদা করে রাখার এই বর্ধিত ক্ষমতা স্বনির্ভির গোষ্ঠীগুলিকে একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অংশগ্রহন একটি অনিচ্ছাকৃত কিন্তু ইতিবাচক ফলাফল হলো মহিলাদের আর্থিক সম্পদের এক্সেস উন্নত করা, যদিও এই উদ্যোগটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে থাকতে পারে, তবে সময়ের সাথে সাথে এটি আর্থিক সম্পদে মহিলাদের এক্সেস উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করার সম্ভবনা রাখে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে স্ব-কর্মসংস্থান অথবা ক্ষুদ্র শিল্পে স্বনির্ভর গোষ্ঠী হলো এনজিও এবং সরকার কর্তৃক সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্য একটি বহুল প্রচলিত মডেল। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি মহিলাদের ঋণ এবং সঞ্চয় পরিচালনা করার সুযোগ প্রদান করে যা সদস্যরা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি সদস্যদের এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন প্রচারের জন্যও ব্যবহৃত হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েতে বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহনের জন্য তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে, এবং উপজাতি মহিলারও ভারতের গৃহকর্মীদের ৭০% যারা মূলত অনিয়ন্ত্রিত এবং অসংগঠিত তারাও কাজে লাগিয়েছে। (Sen, 2005)

বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রভাব ব্যক্তিগত পরিষদের বাইরে বিস্তৃত। উল্লেখযোগ্য ভাবে বলা যায় নারীরা ঋণ পরিশোধের রেকর্ড তৈরি করেছে এবং তাদের পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছেন যার ফলে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। সরকার এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থা সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য এটি গ্রহণ করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে।। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে

সেই অর্থ পরিবারের সহায়তা করছে এবং আবার অনেকে নতুন উদ্যোগ বানাচ্ছে যাতে করেছে ক্ষুদ্র কিছু কর্মসংস্থান তৈরি করছে। এতে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারছে এবং নিজে ক্ষমতায়িত হতে পারছে। এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে অনেক রকমের জীবিকা প্রদান করা হচ্ছে সেটা নিয়ে তারা উদ্যোগ তৈরি করছে যেমন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদেরকে মুরগি, হাঁসের বাচ্চা পালনের জন্য বাচ্চা প্রদান করা হচ্ছে সেগুলি তারা পালন করে রোজগার করতে পারছে। এছাড়া তারা আর্থিক সাহায্যে কিছু দ্রব্য বানাচ্ছে সেটি বাজারে বিক্রি করতে পারছে তার মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হতে পারছে। সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় মেলা বা প্রদর্শনী ক্ষেত্র তৈরি করছে সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের নিজেদের তৈরি দ্রব্য সেখানে প্রদর্শন করছে, বিক্রি করতে পারছে এবং প্রচার করতে পারছে। এছাড়া সরকার বা এনজিওগুলি বিভিন্নভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দক্ষ করে তুলছে। সেখানে মহিলাদেরকে পরিচালনা করার জন্য দক্ষ করা হচ্ছে, তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। বিভিন্নভাবে মহিলাদের কথা বলার সমস্যা সমাধানে এমনকি শিক্ষা বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে, এর ফলে মহিলারা দক্ষ এবং ক্ষমতায়িত হতে পারছে। তারা বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে, রোজগার করছে ও নিজেদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে পারছে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করছে এবং সম্প্রদায়ের কাছে সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে পারছে। সুতরাং এই গোষ্ঠীগুলি বহুমুখী ভূমিকা সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন দিকের তাদের তাৎপর্য এবং প্রভাবকে তুলে ধরে। (NABARD)

উপসংহার:

নারীরা সামাজিকভাবে হোক বা অর্থনৈতিকভাবে তারা সারাক্ষণই পিছিয়ে, পরিবার থেকে শুরু করে সমাজেও তারা সারাক্ষণ অবহেলিত। আজ বিশ্বজুড়ে নারীদের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমান ভারতীয় নারীদের নিয়ে ভাবা হচ্ছে কিভাবে তাদের ক্ষমতায়ন করা যায়। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য মূল বিষয় হলো আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও শিক্ষার প্রসার। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ঠিক এই উদ্দেশ্যে ই কাজ করে চলেছে এই গোষ্ঠীর মাধ্যমে নারীরা আর্থিকভাবে সহযোগিতা পেয়ে স্ব-কর্মসংস্থান তৈরি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারছে আবার এই সচেতনতা তাদেরকে শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা নিজেরা দক্ষ হতে পারছে তো বটেই তার সাথে সাথে নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার দিকে এগিয়ে আনছে। এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ভাবে তৈরি হয়েছে সেটা হলো মহিলা প্রতিনিধিত্ব। এই প্রতিনিধিত্ব তাদেরকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে। এভাবেই দেখা যাচ্ছে যে মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠী একটি সফল প্রয়াস।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Heggani, J.K. (2014) 'Women Empowerment Through Self Help Groups', Current Publications, U.P.
2. Pillai, J.K. (1995) 'Women and Empowerment', Gyan Publishing House, New Delhi.
3. Batliwala, S (1995) 'The meaning of Women's', The Women's World, New Delhi.
4. Patel, A.M (2011) 'Women Self Help Groups in Orissa: Challenges and opportunities, Orissa Review Feb-March, 2011.
5. Sabharwal, G. (2003) 'From to the Mainstream: Finance Programme and Women Empowerment', Bangladesh Experience.
6. Dutta, P & Sinha, D. (2008) 'Self Help Groups in west Bengal Challenges of Development', Dasgupta Publishing.
7. Deshmukh, R.J. (2004) 'Women's Self-Help Groups in Andhra Pradesh: Participatory Poverty Alleviation in Action', A Global Learning Process and Conference, Sanghai.
8. Sen, M (2005) 'Study of Self-Help Groups and Microfinance in West Bengal', Kalyani SIPRD.